بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৮-০৫/০১ | সোমবার, ০২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী | ৩০/০১/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের জন্য সার্চ কমিটি - রাজনৈতিক প্রতারণার আরেকটি অধ্যায়

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারী, (২০১৭) বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ৬ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করেছে। বর্তমান সার্চ কমিটির প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন আপিল বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন; তিনি গত সার্চ কমিটিরও প্রধান ছিলেন, যারা বিদায়ী নির্বাচন কমিশনারদের নাম প্রস্তাব করেছিল। কাজী রকীবউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে বিদায়ী নির্বাচন কমিশন নানামূখী বিতর্ক, নির্বাচনী জালিয়াতি ও সহিংসতার জন্ম দিয়ে নিজেকে এতটাই কলঙ্কিত করেছিল যে বিরোধীদলগুলো তাকে প্রত্যাখ্যান এবং নির্বাচন বয়কট করেছিল।

৩১টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মাসব্যাপী তথাকথিত সংলাপ ও পরামর্শের পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একই ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন এমন একটি সার্চ কমিটি গঠন, তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। এটাই সত্য যে, গণতান্ত্রিক শাসনে তথাকথিত সংলাপ ও আলোচনার নামে জনগণকে প্রতারিত করা হয়। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ও জনগণের দৃষ্টি উম্মাহ্'র অপরিহার্য বিষয় হতে ভিন্নখাতে প্রবাহ করতে এগুলো শাসকগোষ্ঠীর পুরাতন কৌশল ছাড়া আর কিছুই না। সার্চ কমিটি একটি সাজানো নাটকের চেয়ে বেশী কিছু নয়... যার পরিশেষে জাতি নির্বাচনের নামে রাজনৈতিক তামাশার আরেকটি অধ্যায় প্রত্যক্ষ করবে।

দেশবাসীর প্রতি হিযবুত তাহ্‌রীর-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, 'নির্দলীয় সার্চ কমিটি', 'নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন' - এগুলো শুধু রাজনৈতিক ফাঁকা বুলি। এই ঘৃণ্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন বাংলাদেশের অগ্রগতির কোনো পথ নয় এবং কখনও হতেও পারে না। যে ব্যক্তিই নির্বাচন কমিশনের প্রধান হন আর যারাই এর সদস্য হোক না কেন, তবুও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কোনো প্রকৃত পরিবর্তন বয়ে আনবে না। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন শুধু আমাদেরকে হয় আওয়ামী লীগ জোট না হয় বিএনপি জোটকে বাছাইয়ের সুযোগ দিবে, অথচ তারা উভয়েই ব্যর্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত, এবং পশ্চিমা শক্তিদের অনুগত প্রকৃত দালাল। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধোঁকায় পড়বেন না। আমাদের সমস্যার সমাধান বর্তমান যুলুমের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে না কোনো সার্চ কমিটি গঠন কিংবা নির্বাচন কমিশনের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। বরং প্রকৃত সমাধান রয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দ্বীনের মধ্যে। তথাকথিত অর্থহীন নির্বাচনের পিছনে আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করবেন না। প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য আপনারা সোচ্চার হউন এবং এই যুলুমের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তথা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে শরিক হউন।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ